ইনকিলাব

22 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ১ ...

পাঠ্য পুস্তকের ডিজিটাল ভার্সান- ই বুক ....

যে পড়ার টেবিল বা শেলফ কানায় কানায় পূর্ণ থাকতো বিভিন্ন বই পুস্তক তথা পেন পেনসিল দিয়ে, সেখানে টেবিলের এক কোনে এখন কেবল একটি ছোট্ট ল্যাপটপ, ই-প্যাড এবং একটি সিডি/ডিভিডি, মোবাইল চিপ অথবা একটি ছোট্ট পেন ড্রাইভ ব্যতীত কিছুই নেই। একই চিত্র স্কুল-কলেজেও, সেখানে বেঞ্চে-শ্রেণীকক্ষে বই-খাতা ও ব্যাগের পরিবর্তে একটি ছোট্ট ল্যাপটপ, ই প্যাড এবং চক ডাস্টার ও ব্ল্যাক বোর্ডের পরিবর্তে হোয়াইট বোর্ড বা প্রজেক্টর। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এখন আর একটি ছোট্ট ল্যাপটপ, ই-প্যাড ব্যতীত বইতে হচ্ছে না বইর ভারী ব্যাগ। শিক্ষায় এই নতুন ও চমকপ্রদ ধারা যুক্ত করেছে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ। এ জন্য দেশে তারাই প্রথম যুক্ত করেছে ডিজিটাল ক্যাম্পাস। এই সুবিধার ফলে শিক্ষাটা এখন ছেলেমেয়েদের কাছে কতটা সহজ, আনন্দ দায়ক এবং নান্দনিক তা নিম্নের ঘটনা তথা উপমা থেকে সহসাই বোধগম্য হবে বলে আমার ধারণা।

সিফাত এবার জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। কিন্তু একটুর জন্য ও মিস করতে বসেছিল বিজ্ঞানের এ পাস। পরীক্ষার আগের দিন ও বিজ্ঞানের মূল বইটা খুঁজে পাচ্ছিল না। সে বলছিল, 'আমি সব বিষয়ের মূল বইয়ের ওপর নির্ভর করেই পরীক্ষাগুলো দিয়েছিলাম। ফলে বিজ্ঞান বইটা না পেয়ে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার ছোট বোন একটু চটপটে। ও হয়তো দুষ্টুমি করতে করতে কোথায় বইটাকে রেখেছে আর পাচ্ছিলাম না। তখন বিকাল চারটা। এ সময় কোন বন্ধু-আমাকে মূল বই দেবে না, দোকানেও কিনতে পাব না। এখন কী করি! এটা ভাবতে ভাবতে একটু নার্ভাসও হয়ে গেলাম। যা কিছু পড়েছিলাম সবই যেন আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে মুছে যেতে থাকল। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল একটা সিডির কথা, আমার মামা এনে দিয়েছিলেন। ওটা মূলত একটা 'ই বুক' ওটার মধ্যেই পাওয়া যাবে পুরো বইটা। ভয়ে ভয়ে সিডিটা কম্পিউটারের সিডি ড্রাইভে ভরে ওপেন দিলাম। ব্যস, শুরু হয়ে গেল আমার টেনশন কমতে থাকা। হ্যাঁ ঠিকই পেয়ে গেলাম বইটা। একের পর এক প্রতি পৃষ্ঠা থেকে আমি আমার পড়াগুলো রিভিশন দিয়ে ফেললাম। এ জন্য যদি ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাউকে পেতাম- তাহলে বড় করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিতাম। দারুণ একটা কাজ করেছেন তারা। শুধু বিজ্ঞানই নয়, প্রায় সকল বোর্ড পাঠ্যই আছে সয়ংক্রিয় তথা চমৎকারভাবে সাজানো গোছানো। সিফাতের মতো অনেকেই হয়তো সমস্যায় পড়তে পারে বই নিয়ে। তাদের জন্য শিক্ষা উপকরণের ডিজিটাল ভার্সন প্রকাশ করেছে ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এতে প্রথম শ্রেণী থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সকল বোর্ড বই পাওয়া যাবে। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মধ্যে রয়েছে ৪টি সার্টিফিকেট পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও করণীয়, ৩ রকমের ডিকশনারি (বাংলো থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা, ইংরেজি থেকে ইংরেজি), ইন্টারনেট ইংলিশ টকার। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য মূল পাঠের বাইরে রয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষাসহ সকল বিষয়ের সহায়ক বই, নোট, লেকচারশিট, লেকচার প্ল্যান ইত্যাদি।

সিডিটি বিনামূল্যে পেতে পারেন: প্লট-২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা

শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল সফটওয়্যারে প্রবেশের সাথে সাথেই নিম্ন থেকে মাধ্যমিক ও পুরো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা জগতটি পেয়ে যাচ্ছে সয়ংক্রিয়ভাবে। এক কথায় দেশের পুরো শিক্ষা কাঠামোকে একটি ছোট্ট ল্যাপটপে সাজিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়ার মহাপ্রস্তুতি এটি। আর এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তাদের কয়েক লাখ শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল ভার্সান- ডিভিডি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করতে পারেন www.cambriannewsbd.com A_ev www.cambrinbd.com

● নজরুল ইসলাম